শানিত শরীয়তপুর

জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২) [দ্বিতীয়বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা]

'সবুজ বাংলা-সোনার বাংলা' সংখ্যা

"এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না"

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কৃষক সমাবেশ ও সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা

অফিস চত্বরে আবাদ

বিস্তীর্ণ চরে ফুল-ফসলের উপাখ্যান

রাস্তার দু'ধারে আবাদ

কৃষি পণ্য উৎপাদন বিপণন ও ব্র্যান্ডিং

জলাবদ্ধতা নিরসন

কৃষক প্রশিক্ষণ

আশ্রয়ণে দিন বদলের হাওয়া

আঙিনায় আবাদের পসরা

পায়রার আশ্রয়

এ আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে

মোঃ খলিলুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় নেতৃত্বে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ পুনর্গঠন করার সময় জাতির পিতা অনুধাবন করেছিলেন কৃষকই এদেশের প্রাণ এবং কৃষি উন্নয়ন ছাড়া সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লব তথা সবুজ বিপ্লবের। সে সময় কৃষি বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হাতে নেয়া হয়েছিল নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা; কৃষকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল উঠান বৈঠক; নজর দেয়া হয়েছিল কৃষি সম্প্রসারণের দিকে।

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি উন্নয়নে নানাবিধ কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। তারই ফলশ্রুতিতে ২০১৮ সালে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, কৃষি গবেষণা বৃদ্ধি অন্যতম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি; এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই বর্তমানে চ্যালেঞ্জ। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী ঘোষণা "এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না" বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসন গ্রহণ করে নানাবিধ উদ্যোগ। তারই অংশ হিসেবে সকল পতিত ও অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় আনার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কৃষি বিভাগ, কৃষি উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রতিটি উপজেলায় 'কৃষক সমাবেশ' এর আয়োজন করে। কৃষক সমাবেশের মতামত এর ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন প্রণয়ন করে বহুমাত্রিক 'সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা'।

সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন চরাঞ্চলে ইতোপূর্বে অনাবাদি প্রায় ২০০০ একর জমিতে চাষ করা হয়েছে রবি শস্য। চলতি বোরো মৌসুমে প্রায় ১৮০০ একর জলাবদ্ধ জমিতে পানি নিষ্কাশন করা হয়েছে। এ সকল জমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে এবং সেখানে উন্নত জাতের হাইব্রিড ধান ব্রি-৮৯ চাষ করা হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন অফিস যেমন উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স এর চারপাশে যে সকল পতিত জমি রয়েছে সেগুলোতে মৌসুমি ফসল চাষাবাদ করা হচ্ছে। গোখাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ রাস্তার দুধারে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রোপণ করা হয়েছে জাম্বো ঘাস। এছাড়াও জাজিরা উপজেলায় সরাসরি কৃষকদের মাঠের সবজি ইউরোপ ও আমেরিকায় 'কন্ট্রাক্ট ফার্মিং' এর মাধ্যমে রপ্তানির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ। কৃষি বিপ্লবের এই মহাযজ্ঞে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর প্রকাশ করতে যাচ্ছে 'শাণিত শরীয়তপুর' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে এবং অধিকতর টেকসই হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার পথ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণে এ এক নতুন আলোকিত পথের ইশারা হয়ে রইবে। এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা।

“একজন আলোর দিশারী ও আমরা তাঁর পথযাত্রী”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলা সফরকালীন যাত্রাবিরতিতে শরীয়তপুরের জাজিরাপ্রান্তে অবস্থিত সার্ভিস এরিয়া-২ এ অবস্থান করেন । এ সময় জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর জনাব মোঃ পারভেজ হাসান ইউরোপের বাজারে শরীয়তপুরে উৎপাদিত যে সকল কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে তা তাঁকে দেখান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন- ‘এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না’ বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের গৃহীত ‘সমন্বিত কৃষি কর্মপরিকল্পনা’ সহ অন্যান্য উদ্যোগের বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন । এ সময় জাতির পিতার কনিষ্ঠ কন্যা মাননীয় শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন এ সকল উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । পরবর্তীতে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ বহুল প্রতীক্ষিত ‘শরীয়তপুর জেলা সদর মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র’ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুরের উদ্যোগে অনাবদি জমি আাবদের আওতায় আনার লক্ষ্যে গৃহীত ‘সমন্বিত কৃষি কর্মপরিকল্পনা’ কর্মযজ্ঞের প্রশংসা করে বলেন–

“আপনারা তো এখন অনেক অসাধ্যকে সাধন করেছেন। অনাবাদি জমি এখন আবাদ করে সবজি পাঠাচ্ছেন সুইজারল্যান্ডে। শরীয়তপুরবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এভাবে সব জায়গায় যদি অনাবাদি জমি আবাদ করা শুরু করে, তাহলে বাংলাদেশে খাদ্যে আমাদের কোনো অভাব হবে না; বরং আমরা অন্যের জন্য পাঠাতে পারবো। সেটির জন্য আল্লাহ যেন আমাদের সেই তৌফিক দেন।”

ধন্যবাদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ।

আপনি আলোর দিশারী, আমরা সেই আলোর পথযাত্রী!

নতুন গল্প; নতুন সংবাদ

পদ্মা সেতুর সফলতার হাত ধরে জাজিরার সবজি সুইজারল্যান্ডের পথে

বাসস

জাজিরার কৃষিপণ্য রপ্তানি হবে ইউকে ও ইউরোপে

যায়যায়দিন

বিদেশে সবজি রপ্তানি, ২০ শতাংশ বেশি দাম পাচ্ছেন কৃষক

ইউরোপে রপ্তানির জন্য সবজির প্রথম চালান জাজিরা থেকে ঢাকায়

প্রথম আলো

বাঙালি, বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু- একই ছন্দে গাঁথা অমর এক মহাকাব্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মানসপটের সমস্তটা জুড়ে ধারণ করেছিলেন বাংলার মাটি আর মানুষকে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি-ই স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ গড়বার মূল চাবিকাঠি। বঙ্গবন্ধুর এই কৃষিদর্শনের পথ ধরেই বৈশ্বিক এই মহাসংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল অনাবাদি জমিকে আবাদের আওতায় আনবার সময়োপযোগী নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর গ্রহণ করেছে 'সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা'। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রান্তিক কৃষকেরা ন্যায্যমূল্যে নিরাপদ সবজি ও ফল সরাসরি ইউকে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে রপ্তানি করছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষিপণ্য বিদেশে বিপণনের সুযোগ আর মধ্যস্বত্বভোগিদের দৌরাত্ম্য না থাকায় ন্যায্য দাম পাবে এ জনপদের কৃষক, আর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রেখে সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে কৃষি সমাজ। বাঁচবে কৃষি, বাঁচবে কৃষক, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় বৈষম্যহীন কৃষিবান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠায় দেশ আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে যাবে।

শেখ হাসিনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

দৈনিক ইত্তেফাক

পদ্মা সেতু-সংলগ্ন চরে হচ্ছে ফসলের আবাদ

প্রথম আলো

নড়িয়ায় অনাবাদি-পতিত জমি ব্যবহারে কৃষক সমাবেশ

Rtv

সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গোসাইরহাটে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ

যায়যায়দিন

শরীয়তপুরে কৃষির এগিয়ে যাওয়ার নতুন অধ্যায়

Channel i HD

জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে জলাবদ্ধতামুক্ত হলো কৃষি জমি

যায়যায়দিন

ভেদরগঞ্জে সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু

যায়যায়দিন

২.৫ কিলোমিটার খাল খনন উদ্বোধন করলেন ইউএনও

যায়যায়দিন

*পুরো খবর পড়তে বারকোড স্ক্যান করুন।

কৃষক সমাবেশ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ

অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় আনার লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে উফশী জাতের সরিষা, খেসারি, মুগ, পেয়াজ, মসুর, সয়াবিন, সূর্যমুখী, ভুট্টা, গম সহ বিভিন্ন প্রজাতির বীজ ও সার এবং সেচযন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে কৃষকের সাথে কৃষাণী

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"

– জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

কৃষি- নারী ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য গল্প। অনাদিকাল হতে পৃথিবীর সকল প্রান্তে মমতাময়ী নারীর কোমল হাতের মরমি পরশে অতনু বীজ সর্বপ্রথম মৃত্তিকা গভীরে প্রোথিত হয়েছিল, মাটির মতো মায়ের মতো এ ধরণীতে নারী দু'দণ্ড প্রশান্তির পসরা সাজিয়ে দিয়েছিল মানুষের জন্য।

'সমন্বিত কৃষি কর্মপরিকল্পনা'-এর অংশ হিসেবে আবহমান বাংলার কৃষিক্ষেত্রের মূল চালিকা শক্তি কৃষাণীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শরীয়তপুরে প্রথমবারের মত ডামুড্যা উপজেলায় "কৃষাণী সমাবেশ" আয়োজন করা হয়। সমাবেশ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক কৃষাণী-ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগি অনুশাসন "এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না" বাস্তবায়নে এখন বাড়ির চারপাশের অনাবাদি জায়গা চাষের আওতায় আনছেন।

কৃষক সমাবেশ ও কৃষাণী সমাবেশে কৃষি প্রণোদনা হিসেবে কৃষক ও কৃষাণীদের হাতে জেলা প্রশাসন শরীয়তপুরের উদ্যোগে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

কৃষক সমাবেশ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ

পদ্মার পললে গড়া আর মেঘনার মায়ায় ঘেরা শ্যামল ভূমি শরীয়তপুর জেলার সামগ্রিক কৃষি চিত্রপট বাঙালির গর্বের প্রতীক পদ্মা সেতুর সোনালী আঁচড়ে আমূল পাল্টে গেছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে হাতছানি দিয়ে ডাকছে নবকৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি বিকাশের অমিত সম্ভাবনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা “এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না”- বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শরীয়তপুর জেলায় **‘সমন্বিত কৃষি কর্মপরিকল্পনা’** গ্রহণ করা হয়েছে।

এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিভাগ, কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্মকর্তা ও জনসাধারণকে নিয়ে প্রতিটি উপজেলায় “কৃষক সমাবেশ” এর আয়োজন করা হয়েছে।

জলাবদ্ধতা নিরসন

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার শরীয়তপুর ভূ-তাত্ত্বিক প্রকৃতির বিচারে নিম্নভূমি প্রধান একটি অঞ্চল । অধিকাংশ ভূমি বছরের সিংহভাগ সময় জলাবদ্ধ হয়ে থাকে বিধায় এ অঞ্চলে তিন ফসলি ভূমির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম । জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর জলাবদ্ধ এসব জমি চিহ্নিত করেছে এবং ইতোমধ্যে শরীয়তপুর সদর উপজেলায় প্রায় এক হাজার তিনশত হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করা হয়েছে । বছর জুড়ে জলাবদ্ধ এসব জমি এখন হয়েছে ফসল আবাদের উৎকৃষ্ট স্থান । শুধু তা-ই নয়, স্থানীয় কৃষকদের এসব জমিতে আবাদে উদ্যোগী করতে সকল উপজেলায় 'কৃষক সমাবেশ' এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবার পাশাপাশি উপযুক্ত বীজ, কৃষি সরঞ্জাম ও সার বিতরণ করা হয়েছে । জেলা প্রশাসনের এই যুগান্তকারী উদ্যোগে সমান অংশীদারিত্বে পাশে দাঁড়িয়েছে কৃষি বিভাগ, স্থানীয় রাজনীতিবিদগণ, বিশিষ্টজন সহ আপামর কৃষি সমাজ ।

৩৫০ একর জলাবদ্ধ জমি এখন তিন ফসলি

কুচাইপট্টি ইউনিয়নের তিনটি গ্রামের প্রায় ৩৫০ একর জমি জেলাপ্রশাসকের নির্দেশনায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে জলাবদ্ধতামুক্ত করা হয় । এখন কৃষক রবি শস্য সহ খরিপ-১ ও খরিপ-২ চাষ করতে পারবে ।

জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন

ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখীপুর রাড়িকান্দি থেকে ডিএমখালি উকিল কান্দি পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার খাল খনন শুরু করা হয়েছে । এতে দুইটি ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূর হবে এবং সেচ কাজ চালু হয়ে প্রায় ৬০০ একর জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে ।

রাইস প্ল্যান্টারের মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতিতে চাষ

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে অধুনা প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কৃষি পৌঁছে গেছে সমৃদ্ধির শীর্ষে । পিছিয়ে নেই কৃষি-নির্ভর বাংলাদেশও, এমনকি প্রান্তিক কৃষি সমাজে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি নির্ভর কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে । এরই একটি দৃষ্টান্ত হলো- শরীয়তপুরে সদর উপজেলার চিতলিয়া ইউনিয়নের কাশিপুরে ৫০ একর জমিতে জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুরের উদ্যোগে অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র রাইস প্ল্যান্টারের মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতি চাষাবাদ । এ পদ্ধতিতে বীজতলা থেকে চারা তোলা, চারা রোপণ ও ধান কর্তন সব প্রক্রিয়া যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন করা হয় । রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার দিয়ে চারা একই গভীরতায় সমানভাবে লাগানো যায় । কৃষক তার ফসল একত্রে মাঠ থেকে ঘরে তুলতে পারেন । কারণ একসঙ্গে রোপণ করায় সব ধান পাকবেও একই সময়ে । তখন ধান কাটার মেশিন দিয়ে একই সঙ্গে সব ধান কর্তন ও মাড়াই করা যাবে । ধান চাষে সময়, শ্রম ও খরচ কম লাগবে । এ ক্ষেত্রে কৃষক লাভবান হবেন এবং কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রসার সহজ হবে ।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সদর উপজেলার তুলাসার ইউনিয়নের বরাইল গ্রামের জলাবদ্ধতা দূর করে দীর্ঘ ১৫-২০ বছর পর জমিতে চাষ করতে পারায় হাসি ফিরেছে কৃষকের মুখে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে গোসাইরহাট উপজেলায় বছরের প্রথম দিনে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর কাছে নতুন বইয়ের সাথে চারাগাছ তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাফী বিন কবির।

নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নে বোরো চাষের পূর্বে সরিষা চাষের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বজায় রাখার ফলে পতিত জমি বছরব্যাপী চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পদ্মার পলি বিধৌত জাজিরা উপজেলা কৃষি বৈচিত্র্যে ভরপুর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে 'সমন্বিত কৃষি কর্মপরিকল্পনা' অনুযায়ী নানা প্রকল্প গ্রহণ করে উপজেলা প্রশাসন, জাজিরা। তন্মোধ্যে উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে জাজিরা উপজেলায় ১২ টি ইউনিয়নে অনাবাদি জমি চাষে প্রনোদনা হিসাবে ১২ লক্ষ টাকার সার, বীজ এবং কীটনাশক সরবরাহ করণ প্রকল্প প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য সম্পদ চাষ

শরীয়তপুর সদর উপজেলায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশীয় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে উদ্বুদ্ধ করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পালং ইউনিয়নের যেসকল পরিত্যক্ত পুকুরে দীর্ঘদিন বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ হচ্ছে না, সেগুলো চাষের আওতায় আনতে নানাবিধ কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে শরীয়তপুরের সকল পতিত জলাশয় পরিস্কার করে মৎস্যচাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশি প্রজাতির মাছ চাষে সরকারি প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাছের মূল্য স্থিতিশীল রেখে দেশের মানুষের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

বিস্তীর্ণ চরে ফুল-ফসলের উপাখ্যান

পদ্মা আশ্রিত শরীয়তপুরের উর্বর চরাঞ্চলে সমন্বিত চাষাবাদের অনন্য উদ্যোগ হাতে নিয়েছে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর। বিভিন্ন চরে সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনার কল্যাণে চাষাবাদের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে চরাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের মুখে হাসি ফুটছে।

জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় কৃষি বিভাগের বিতরণকৃত কৃষি সরঞ্জাম ও সার এসব মানুষকে আবাদ-সক্ষমতা দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন উদ্যমে মাঠে নামবার। ফলশ্রুতিতে সংসারে খাদ্য স্বনির্ভরতা ফিরে এসেছে, মানুষ হয়েছে স্বাবলম্বী। দুর্গম এসব চরাঞ্চলের সামষ্টিক কৃষি কর্মযজ্ঞ অর্থনীতির মূলধারায় রাখছে অনন্য অবদান।

পদ্মা সেতুর পাশে জাজিরায় নতুন জেগে ওঠা চরে আবাদ করছেন ঠান্ডু মাতবর ও তার পরিবার

সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার

ধূসর চরে সবুজ স্বপ্ন

চারচক্র যানে চড়ে পদ্মা সেতু পাড়ি দেবার কালে আগ্রহী চোখে নিচে তাকালেই দেখা যায়, পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন এক চর, যার নাম পাইনপাড়া চর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী, জাজিরা উপজেলা পরিষদ এ চর আবাদে স্থানীয় কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ করে। এক সময়ের ধু ধু এ চর এখন সবুজের বসতি।

অফিস চত্বরে আবাদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের আদর্শ প্রতিফলন ঘটেছে জেলাপ্রশাসক বাংলোসহ সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারি বাসভবনেও, ফুল-ফসলে নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে প্রতিটি বাংলো। এছাড়া জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি অফিস চত্বরের পতিত জমিতে আবাদ করা হয়েছে মৌসুমি নানান সবজি।

ফুল ফসলে নয়নাভিরাম বাংলো

জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর-এর বাংলো প্রাঙ্গণ

আঙিনায় আবাদের পসরা

রুমার পারিবারিক পুষ্টি বাগান

উন্মাতাল পদ্মার তোড়ে বসত ভিটা ভেসে যাবার পর কুচাইপট্টি ইউনিয়নে নতুন ঘর বাঁধেন রুমা আর জুলহাস। আঙিনায় উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় মূলা, সিম, কলা, বেগুন, আদা, লালশাক, লাউ লাগিয়ে পারিবারিক পুষ্টি বাগান গড়ে তুলে আজ স্বাবলম্বী রুমা- জুলহাসের জীবন।

আফরোজার ভিটায় সবজি সমাহার

আফরোজা ও জহির উদ্দিন দম্পতি গোসাইরহাট উপজেলার কৃষক সমাবেশে জেলা প্রশাসকের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাড়ির চারপাশে লালশাক, মূলাশাক, পালংশাক, ধনেপাতা, টমেটো, সিম, ঢেঁড়স, বেগুন, লাউ, মিষ্টি কুমড়াসহ হরেকরকম শাকসবজির বাগান করেছেন।

নকশী কাঁথার মাঠ

বদলে যাওয়া বাংলাদেশে প্রান্তিক চাষী মোস্তফা নিজ হাতে বোনা ফসলের চোখে দেখছেন সমৃদ্ধির ভবিষ্যত; বাঁধাকপি, টমেটোর নকশায় বুনেছেন এক নকশী কাঁথার মাঠ।

সবজি আবাদে সুদিন

স্বামীকে হারিয়ে প্রায় অসহায় আছমা একমাত্র মেয়ে আমেনাকে নিয়ে ছোট্ট একটি ঘরে বাস করেন। টানা পোড়েনের সংসারে আছমার একমাত্র সহায় ৪ শতকের এক খন্ড জমি। কৃষি সম্মেলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই জমিতে শাকসবজির চাষ করেন আছমা। আজ এই সম্পদ তাকে জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করছে।

লাউ চাষে লাখপতি

বাড়ির পাশের ৪০ শতাংশ জমিতে লাউয়ের চাষ করেছেন ডামুড্যার রিপন হাওলাদার এর স্ত্রী রাবেয়া বেগম। পরিবারে আর্থিক যোগান দেয়া ছিলো রাবেয়ার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা আজ দিন বদলে দিলো রিপন-রাবেয়ার পরিবারের। পতিত জমিতে লাউ চাষ করে আজ লাখপতি তারা।

শাণিত শরীয়তপুর
সোনার বাংলার পথযাত্রায় আলোকিত এক জনপদ

মোঃ পারভেজ হাসান, জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর।

আবহমান বাংলার কৃষিসভ্যতা থেকে উঠে আসা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য গ্রামীণ জীবন ভাবনার প্রগাঢ় প্রতিফলন- 'বঙ্গবন্ধুর কৃষিদর্শন' বাস্তবায়নের সুনিপুণ কারিগর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চলমান বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক ক্রান্তিকালীন মুহূর্তে সমগ্র জাতিকে 'উৎপাদনমুখী কৃষি আন্দোলন'-এ উদ্বুদ্ধ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবর্তন করেছেন যুগান্তকারী এক অনুশাসন- "এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অনুশাসন সফলভাবে বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর গ্রহণ করেছে বহুমাত্রিক 'সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা'। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে 'কৃষক সমাবেশ' আয়োজন, কৃষি উপকরণ ও সেচযন্ত্র বিতরণ, উপজেলা প্রশাসন এবং কৃষি বিভাগের সরাসরি তদারকিতে চলতি মৌসুমে প্রায় দুই হাজার একরের অধিক চরাঞ্চলের অনাবাদি পতিত জমিতে চাষাবাদ, প্রায় ১৮০০ একর জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনপূর্বক বোরো ধান চাষাবাদ নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ, নিয়মিত 'কৃষকমাঠ পরিদর্শন' বাস্তবায়ন, আশ্রয়ণ প্রকল্পে আবাসনপ্রাপ্ত মানুষের আঙিনায় কৃষি অনুশীলনের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও চারা সরবরাহকরণ, প্রতিটি অফিস ভবনের পতিত জমিতে মৌসুমী ফসল আবাদের আওতায় আনয়ন, গোখাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে গ্রামীণ রাস্তার দু'ধারে পতিত জমিতে 'জাম্বো ও নেপিয়ার ঘাস' রোপণ করা হয়েছে।

প্রমত্তা পদ্মার বুকচিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো 'পদ্মা সেতু' আজ বিশ্বদরবারে দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পর্বতসম সাহসিকতা ও অসীম আত্মবিশ্বাসের অবিশ্বাস্য এক রূপকথা। দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার, শরীয়তপুরের জন্য অনন্য আশীর্বাদ 'পদ্মা সেতু' এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আমূল উন্নতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে, ক্রমশ শরীয়তপুর হয়ে উঠেছে দক্ষিণের 'ইকোনোমিক হাব'। সম্প্রতি শরীয়তপুর জেলায় 'শেখ হাসিনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০২২' অনুমোদন, পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হিসেবে 'গোসাইরহাট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল', 'শেখ হাসিনা তাঁতপল্লী, জাজিরা' ইত্যাদি উদ্যোগের সুফল শীঘ্রই এ জনপদ তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের দোরগোড়ায় পদ্মা সেতুর সুবাদে পৌঁছে যাবে। দ্রুতগতিতে চলমান 'শরীয়তপুর-নাওডোবা-পদ্মা সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়ক' ও 'শরীয়তপুর-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট সড়ক' উন্নয়ন কাজ অর্থনীতিকে করবে আরো সমৃদ্ধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক উদ্ভাসিত উপাখ্যান। অগ্রযাত্রার এ যুগসন্ধিক্ষণে জনমানসের সাথে জনপ্রশাসনের মেলবন্ধন সময়ের সম্মিলিত দাবী। আর তাই রুটিন কাজের বাইরে উদ্ভাবনী নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে পৌঁছে দিয়েছে নানামুখী উন্নয়নের সুফল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ হলোঃ- জাতির পিতার আমৃত্যু লালিত স্বপ্ন- 'সোনার বাংলা' গড়ার ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী- মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদানে 'আমিই বাংলাদেশ' আয়োজন, তরুণ প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতার আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ফেসবুক লাইভ-'তরুণ কণ্ঠে পিতার কথা' আয়োজন, দুর্নীতি, মাদক ও নারী নির্যাতন বিরোধী প্রথম 'শাণিত শরীয়তপুর বিতর্ক উৎসব' আয়োজন, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের আগামীর শিক্ষা ভাবনা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'জয় বাংলা সমাবেশ' আয়োজন, বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে ২৬টি স্কুলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ওয়াশরুক 'কন্যা সাহসিকা' নির্মাণ, স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সামাজিক সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখতে ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সোনার বাংলা সমাবেশ' আয়োজন, কর্মজীবী মা ও তাঁর শিশুর স্বস্তির ঠিকানা হিসেবে জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুরের নিচতলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র 'যতন' প্রতিষ্ঠা, যুব উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে 'কর্মপন্থা নির্ধারণ কর্মশালা', 'যুব উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০২১', 'মৌ চাষ ও মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ' আয়োজন, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে 'গণশুনানি ও চেক বিতরণ' এবং 'গণশুনানি ও ভূমি সেবা মঞ্চ' আয়োজন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াসের অংশ হিসেবে 'শরীয়তপুর ব্র্যান্ডশপ' প্রতিষ্ঠা ও শাণিত শরীয়তপুর ওয়েবপোর্টাল চালুকরণ, জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ে সেবাপ্রার্থীদের অপেক্ষার মুহূর্তে সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র 'মনন' প্রতিষ্ঠা সহ আরও বেশ কিছু উদ্যোগ। এছাড়াও জাজিরার কালোজিরা মধু উৎপাদন, বিপণন ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

পরিবর্তিত বৈশ্বিক উন্নয়ন ধারণাকে ধারণ করে, 'কেউ বাদ যাবে না' নীতিকে মূল বিবেচনায় রেখে প্রবর্তিত হয়েছে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি কৌশল' গ্রহণ করেছেন, সারা দেশের পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল ও ভূমিহীন মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য গ্রহণ করেছেন এক অনবদ্য মহাকাব্য 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অংশ হিসেবে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে এদেশের প্রান্তিক মানুষগুলো শুধু যে একটি স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছেন, তা-ই নয়, তারা অর্জন করেছেন আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে ভর করে স্বনির্ভর আত্মবিশ্বাসে গড়ে ওঠা এক উন্নত মনোজগৎ। তাইতো, বছরের শুরুতেও মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিলো না যাদের, আশ্রয়ণের সেই মানুষগুলোর ঘরে বছর শেষে দেখতে পাওয়া যায় ইন্টারনেট রাউটার। ডিজিটাল বাংলাদেশ হতে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণের এ

যেন এক স্বপ্নযাত্রা! বিশ্বদরবারে আশ্রয়ণ প্রকল্প এক রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অনন্য উদ্যোগের আওতায় এ পর্যন্ত ২৫৯৩ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক মুক্তি পাওয়া এ মানুষগুলোর দৃঢ় মনোবল আর হার না মানা ধী-শক্তি কাজে লাগিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

পদ্মার পললে গড়া, মেঘনার মায়ায় ঘেরা, কীর্তিনাশা-পালং-আড়িয়াল খাঁ-জয়ন্তীর জলে জড়ানো শরীয়তপুর যেন নিজেকে নিয়ে সৃষ্টি করেছে জল-জঙ্গলের জীবন্ত কাব্য। রূপালি ইলিশের অফুরন্ত উপহার, বৈচিত্র্যময় বনানীর উল্লাস, নরম কাঁদামাটির বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর উষ্ণ হৃদয়ের উদ্যমী, মানুষ-পর্যটক পদচারণায় মুখরিত হয় এ জেলা। ভ্রমণপিপাসুদের মন ভরাতে এ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা স্থাপনা, আহার-আপ্যায়নের আহ্লাদী আয়োজন, ভোজন-ব্যঞ্জনের বহুবিধ উপকরণ, তৈজসপত্রের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিভিন্ন সরঞ্জাম। আর সবকিছু ছাপিয়ে বাঙালির গর্বের প্রতীক, শেখ হাসিনার দৃঢ় চিত্তের সফল প্রাপ্তি পদ্মা সেতুর নিপুণ নির্মাণ শরীয়তপুরের পর্যটনশিল্পে যোগ করেছে নতুন পালক। ইতিহাসবরেণ্য ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষক, রাজনীতিবিদসহ বহু প্রতিভাধর ব্যক্তির আবাসস্থল রয়েছে এ জেলায়। কবি অতুলপ্রসাদ সেন প্রতিষ্ঠিত পঞ্চপল্লী গুরুরাম উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠে কবির ম্যুরাল ও প্রতি বছর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত অতুল মেলা, জেলার নড়িয়া উপজেলার ফতেজঙ্গপুর ইউনিয়নের শিরঙ্গল গ্রামে অবস্থিত কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের বাড়ি ভ্রমণ পর্যটকদের দেবে এক নতুন জীবনবোধ। প্রকৃতির অপরূপ সাজে সজ্জিত, মুগ্ধ অতিথি পাখির কলরবে মুখরিত অভয়াশ্রম 'তুলাসার বাওড়' এ জেলার অন্যতম আকর্ষণ। ভেদরগঞ্জ উপজেলার কার্তিকপুরের 'মৃৎশিল্পের তৈজসপত্র', 'কাঁসা-পিতল-তামা নির্মিত ধাতব তৈজসপত্র', জাজিরার 'কালোজিরার মধু' কিংবা প্রাচীন পুরাকীর্তি রুদ্রকর মঠ, রামসাধুর মন্দির, ধানুকা মনসাবাড়ি, ফতেজঙ্গপুর দুর্গ, শীবপুর তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ ও শতাব্দীপ্রাচীন বুড়ির হাট জামে মসজিদ ইত্যাদি শরীয়তপুর জেলায় আগত যেকোনো ভ্রমণপিপাসুদের মন ভরাবে এ বিশ্বাস আমরা সকলে করি। শরীয়তপুর জেলার পদ্মার পাড় ও নান্দনিক চরকে ঘিরে গড়ে উঠছে ইকোট্যুরিজম ও 'চর-ট্যুরিজম'। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর পর্যটনখাতে শরীয়তপুর জেলায় সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মানসপটের সমস্তটা জুড়ে ধারণ করেছিলেন বাংলার মাটি আর মানুষকে। আর তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের পরপরই 'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে' স্লোগানে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি-ই স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ গড়বার মূল চাবিকাঠি। বঙ্গবন্ধুর সেই কৃষিদর্শনের পথ ধরেই বৈশ্বিক এই মহাসংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিখাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন। জেলা প্রশাসন,শরীয়তপুরের গৃহীত 'সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনার' অংশ হিসেবে এ জেলায় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে সরাসরি বিপণনের লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদের সাথে ' ইউএসএ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন' শীর্ষক সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে এ জেলায় উৎপাদিত সবজি সুইজারল্যান্ড, সুইডেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে। বাঙালির স্বপ্নের সৌধ পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য যে অমিত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে নিকট ভবিষ্যতে শরীয়তপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হতে পারে রাজধানী ঢাকার নিকটতম শস্য আর সবজি যোগানদাতা। সহজতর ও সংক্ষিপ্ত সময়ে যোগাযোগের সুযোগ, যেমন একদিকে কৃষিপণ্য পরিবহন ব্যয় তথা পণ্যের সার্বিক মূল্যহ্রাসে ভূমিকা রাখছে, অন্যদিকে দ্রুত পচনশীল কৃষিপণ্য যেমন-সবজি সরবরাহের অপার সুযোগ তৈরি করেছে।

সরকারের চলমান উন্নয়নের বহুমাত্রিকতায় জনতা ও জনপ্রশাসনের সরাসরি মেলবন্ধন নিশ্চিত করতে প্রভাবকের ভূমিকা রেখে চলেছে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুরের এ সকল ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়া আরও শাণিত করে তুলতে উদ্যোগসমূহ একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। পাশাপাশি, এ জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে সরকারের মেলবন্ধন আরও দৃঢ় করতে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুরের সার্বিক কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি; মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন ও জনাব নাহিম রাজ্জাক এবং সংরক্ষিত আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম পারভীন হক সিকদার। এ জেলার কৃষি বিভাগের সকল কর্মকর্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যার তুলনা হয় না। আমরা পাশে পেয়েছি এ জেলার সকল জনপ্রতিনিধি, বীরমুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে। এ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ সকল সময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুরের এ সকল ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়ে আমাদের নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'শাণিত শরীয়তপুর' পত্রিকার এবারের বিশেষ সংখ্যা 'সবুজ বাংলা-সোনার বাংলা' প্রকাশ হলো। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এটি সম্ভব হলো, তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি এ সমৃদ্ধি-যাত্রায় আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা।

সারা দেশের রাস্তার দু'ধারে ঘাস রোপনের মাধ্যমে দেশের দুগ্ধ, মাংস এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শরীয়তপুরের বিভিন্ন উপজেলার প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে 'জাম্বো ও নেপিয়ার ঘাস' রোপণ করা হয়েছে, যার সুফল পেতে শুরু করেছে আপামর জনতা।

রাস্তার দু'ধারে আবাদ

মৌসুমী সবজি চাষে স্বাবলম্বী

'কৃষক সমাবেশ' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ডামুড্যা উপজেলার শম্ভুকাটি এলাকার কিছু প্রান্তিক কৃষক যৌথভাবে রাস্তার দু'ধারে শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করেন। বর্তমানে সেই গাছ ভরে গেছে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, সীম, বেগুন ও মুলাসহ শীতকালীন নানা শাকসবজিতে। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে তারা এখন দেখছেন লাভের মুখ!

শিমচাষে স্বনির্ভরতা

পূর্ব ডামুড্যার চর নারায়ণপুরে মোঃ মকবুল হোসেন ও রুমা আক্তার রাস্তার দুইধারে পতিত জমিতে শিমগাছ লাগিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য এই সবজি বিনামূল্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন কৃষকদ্বয়।

পায়রার আশ্রয়

বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবিলায় স্বল্প বিনিয়োগে, সীমিত পরিচর্যায়, দ্রুততম সময়ে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ যোগান নিশ্চিত করতে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পে পায়রা পালনে সহায়তা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি উপজেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারে পাঁচ বা ছয় জোড়া পায়রা পালনের উপযুক্ত কাঠের খোপ ও দুই জোড়া করে প্রজননক্ষম পায়রা প্রদান করার মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন করেন জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর জনাব মোঃ পারভেজ হাসান। প্রতিটি উপজেলায় উদ্যোগটি বাস্তবায়নে কার্যকর সহায়তা প্রদানসহ সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ। পাশাপাশি, পায়রার অসুখ বিসুখ রোধে টিকা দান ও ওষুধ সরবরাহের জন্য প্রাণিসম্পদ বিভাগকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর-এর গৃহীত 'পায়রা পালন' উদ্যোগটি 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'-এর উপকারভোগীদের প্রাণিজ পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতের পাশাপাশি বাড়তি আয় ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সোনালী সেতুর শ্যামল ভূমি খ্যাত শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার দরিদ্র কাঠ মিস্ত্রি আক্তার হোসেনের জীবনের গল্পটা ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁইহীন সুবিধাবঞ্চিত অন্য দশজনের মতই। আক্তার হোসেনের ভাগ্য বদলানোর গল্পটা শুরু হয় গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু হওয়া "আশ্রয়ণ প্রকল্প"এর মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনন্য উপহার মাথা গোঁজার ঠাঁই আজীবন লালিত স্বপ্ন নিজের একটি ঘর পেয়ে বসে থাকেননি আক্তার হোসেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পাওয়া নিজের ঘরের আঙিনাতেই চার সদস্যের পরিবারকে একটু ভালো থাকার চেষ্টায় গড়ে তোলেন একটি মুদির দোকান। আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখছেন সেই স্বপ্নের একজন সারথি আক্তার হোসেন তার জীবিকার উৎস ছোট্ট মুদির দোকানটিকে সাজিয়েছেন স্মার্ট ভাবেই। স্মার্ট টিভির পাশাপাশি দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা যাতে নিজের পাশাপাশি প্রকল্পে বসবাসকারী অন্যান্যরাও পেতে পারে সে জন্য দোকানের কোনে স্থাপন করেছেন দ্রুত গতির স্মার্ট ওয়াই-ফাই রাউটার! স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেখিয়েছেন অর্থাৎ ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ যেখানে প্রতিটি মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকবে এবং দেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলে পিছিয়ে থাকবে না সে স্বপ্নের একজন সারথি আক্তার হোসেনকে অভিনন্দন! আক্তার হোসেনদের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশ।

প্রতিজ্ঞা, প্রত্যয় ও প্রত্যাশার মেলবন্ধন

জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর মো: পারভেজ হাসান কর্তৃক প্রদত্ত এক শাণিত শপথ 'জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান' স্লোগানে উজ্জীবিত শরীয়তপুরের সকল সরকারি কর্মকর্তা সমবেত হয়ে জাতির পিতার সম্মান সমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা করেন।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে ২৬টি স্কুলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ওয়াশব্লক 'কন্যা সাহসিকা' নির্মাণ করা হয়েছে।

তরুণ প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতার আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ফেসবুক লাইভ-'তরুণ কণ্ঠে পিতার কথা' আয়োজন করা হয়।

দুর্নীতি, মাদক ও নারী নির্যাতন বিরোধী প্রথম 'শাণিত শরীয়তপুর বিতর্ক উৎসব' আয়োজন করা হয়।

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের আগামীর শিক্ষা ভাবনা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'জয় বাংলা সমাবেশ'।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে জেলা প্রশাসন আয়োজন করে 'Innovation & Future Leadership Programme'

স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সামাজিক সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখতে ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সোনার বাংলা সমাবেশ' আয়োজন করা হয়।

সামাজিক- সম্প্রীতি রক্ষা ও সামাজিক বন্ধনকে সুসংহত রাখা, ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার লক্ষে উপজেলা সামাজিক- সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

একসময়ের পদ্মা নদীভাঙন কবলিত নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর হতে মোক্তারের চর পর্যন্ত তীর রক্ষা প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ১০ কিলোমিটার বাঁধ শুধু নদী ভাঙনের কবল হতে শহরবাসীকে স্বস্তি-ই ফিরিয়ে দেয় নি; বরং দৃষ্টিনন্দন বাঁধসংলগ্ন ওয়াক ওয়ে পরিণত হয়েছে পর্যটনের জন্য মনোরম এক স্থানে। জাতীয় স্লোগানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এর নামকরণ করা হয়েছে 'জয় বাংলা এভিনিউ'। জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'জয় বাংলা এভিনিউ' এখন শরীয়তপুর সহ আাশে পাশের জেলার দর্শনার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র।

জেলাপ্রশাসক শিক্ষা পদক

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে জেলাপ্রশাসকের ৩ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর চালু করেছে "জেলাপ্রশাসক শিক্ষা পদক"। তারই অংশ হিসেবে জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদকে জেলাপ্রশাসক শিক্ষা পদক-২০২১ এ ভূষিত করা হয়।

কৃষকের পাশে প্রশাসন

প্রবাহমান খালের মুখ বন্ধ করে গাইড ওয়াল নির্মাণ করায় পানির অভাবে শত শত কৃষকের ধান নষ্ট হচ্ছে, এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রশাসনের উদ্যোগে ভেদরগঞ্জ থেকে মহিষার ইউনিয়নের গৈড়ার পয়েন্টের খাল খনন করা হয়। এর ফলে রক্ষা পায় কৃষকের প্রায় ১৫০০ বিঘা ইরি ধানের ক্ষেত।

তারুণ্যের শক্তি ও আগামীর বাংলাদেশ

আমিই বাংলাদেশ

আজকের ছাত্র আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সামনের দিনে বাংলাদেশকে পরিচালনা করবে তারাই। দেশমাতৃকার প্রতি ভালবাসা এবং দেশত্ববোধ এর সুপ্ত চেতনাকে একটুখানি জাগ্রত করতে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর গ্রহণ করেছে এক অনন্য উদ্যোগ "আমিই বাংলাদেশ"। জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুরের তিন (০৩) বছর মেয়াদী (২০২১-২০২৩) অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শরীয়তপুর জেলার সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সন্তানদের বিশেষত যারা দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়)-এ অধ্যয়নরত সেসকল শিক্ষার্থীদের "আমিই বাংলাদেশ" শীর্ষক সম্মাননা প্রদান করা হয়।

কারাতে প্রশিক্ষণ

ডামুড্যা উপজেলায় কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিকভাবে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে লেডিস ক্লাব শরীয়তপুর এর উদ্যোগে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক কারাতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

যুব উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে 'যুব উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০২১' আয়োজিত হয়।

॥ জেলা ব্র্যান্ডিং ॥

পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য শরীয়তপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কার্তিকপুরের মৃৎশিল্পীরা মাটির তৈরি পদ্মা সেতুর টেরাকোটা তৈরি করেন। টেরাকোটার নকশায় স্থান পেয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পদ্মার বুকে বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর স্পর্ধা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মা সেতুর ছবি। এমন ছবি এঁকেছিলেন প্রয়াত শিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা সুলভ শাহরিয়ার। তাঁর আঁকা ছবিটি টেরাকোটায় রূপ দেওয়ার নকশা পরিকল্পনা করেন তাঁর ভাই শরীয়তপুরের জেলাপ্রশাসক মোঃ পারভেজ হাসান। শাহরিয়ার সুলভ ২০১৭ সালের ২০ মে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে সে ওই ছবিটি এঁকেছিল। এ টেরাকোটায় বায়ান্ন থেকে মাথা উঁচু করে সক্ষমতার বাংলাদেশের সব ঐতিহাসিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পদ্মা সেতু আমাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর স্পর্ধা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এক বাংলাদেশ। ছবিটি টেরাকোটায় শিল্পকর্মে রূপ দিয়েছেন শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার কার্তিকপুর গ্রামের মৃৎশিল্পী সন্দীপ পাল।

জাজিরার কালোজিরা মধু ব্র্যান্ডিং

পদ্মা সেতু চালু হবার ফলে শরীয়তপুর জেলা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির এক নতুন কেন্দ্রবিন্দু বা 'বিজনেস হাব' এ পরিণত হয়েছে। পদ্মা সেতু উদ্বোধন পরবর্তী এক বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়ে অনুশাসন প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুশাসন বাস্তবে রূপ দিতে জেলাপ্রশাসন শরীয়তপুর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ জাজিরার কালোজিরা মধু ব্র্যান্ডিং নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

উদ্ভাবনের আলোয় প্রশাসন

স্বপ্নের পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সুযোগ কাজে লাগিয়ে শরীয়তপুর এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'শরীয়তপুর ব্র্যান্ডশপ' যাত্রা শুরু করে। শরীয়তপুরের কাঁসা-পিতলের শিল্পকর্ম, মৃৎশিল্প ও টেরাকোটাসহ অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পণ্যগুলোকে প্রদর্শন করার মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াসের অংশ হিসেবে জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ের নিচ তলায় এই ব্র্যান্ডশপ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ে সেবাপ্রার্থীদের অপেক্ষার মুহূর্তে সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র 'মনন' প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কর্মজীবী মা ও তাঁর শিশুর স্বস্তির ঠিকানা হিসেবে জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুরের নিচতলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র 'যতন' নির্মাণ করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার চর্চা

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২০২১

সনদপত্র

শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অসামান্য অবদান রাখায় বিভাগীয় পর্যায়ের ৩-১০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে জনাব মোঃ পারভেজ হাসান, জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হওয়ায় এই সম্মাননা প্রদান করা হলো।

তারিখ: ১৬ জুন ২০২১ খ্রিঃ
ঢাকা

মোঃ খলিলুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ
ঢাকা

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা

জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা, ২০১৭ অনুসারে শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জনসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর জনাব মো. পারভেজ হাসান-কে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক শুদ্ধাচার চর্চা ও জনসেবায় অবদান রাখার জন্য জেলা পর্যায়ে ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতি বছরে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, কর্মচারীকে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতি মাসে 'মাস সেরা গণকর্মচারী' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ফাতেমা কিংবা আসমা বেগমের মতন জেলার সাধারণ নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মাসের প্রতি বুধবার জেলাপ্রশাসক "গণশুনানি" গ্রহণ করেন।

ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে শতভাগ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা জনাব মোঃ খলিলুর রহমান এঁর নির্দেশনায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ড্রোন ব্যবহার করার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে চেক বিতরণ করা হয়।

আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার

"আশ্রয়ণ, আত্মবিশ্বাসের আনন্দাশ্রম"
মোঃ পারভেজ হাসান, জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্নমূল ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জীবনের গল্পে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছেন। 'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'-স্লোগানে বিশ্বের বৃহত্তম পুনর্বাসন প্রকল্প 'আশ্রয়ণ'-এর অধীনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অংশ হিসেবে এদেশের প্রান্তিক মানুষগুলো একটি স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছেন, অর্জিত হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে ভর করে স্বনির্ভর আত্মবিশ্বাসে গড়ে ওঠা এক উন্নত মনোজগৎ। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের শেকড়ে আছে বাঙালির স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বহমান প্রেরণা। বাঙালির মনে স্বাধীনতার চেতনা ও স্পৃহাকে ক্রমাগত জাগিয়ে তুলে তিনি বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন আমরণ। শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত এক সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ও মুজিব শতবর্ষে তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন- 'মুজিববর্ষে দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সরকার সব ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দেবে।' এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে সূচনা হয় বিশ্বের বৃহত্তম উদ্বাস্তু ও ভূমিহীন পুনর্বাসন প্রকল্প- 'আশ্রয়ণ:-২ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল' এর। শরীয়তপুর জেলার কীর্তিনাশা নদের তীরে গড়ে ওঠা 'আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের' পরিদর্শনকালে নিজের ভাগ্যহত জীবনের গল্প শোনান আনোয়ার হোসেন। স্ত্রী আর তিন সন্তান নিয়ে তিনবেলার জীবনের দু'বেলা-ই ভিটেমাটির ঠিকানা বিহীন হয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন আনোয়ার। শেষ বয়সে এসেও তাকে ভাবতে হয়েছে মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে। দিনমজুর আনোয়ার হোসেনের সামর্থ্য ছিল না বলে ছেলে-মেয়েকেও প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পার করাতে পারেন নি। এমনই এক অন্ধকার ভবিষ্যতে আলো খুঁজতে থাকা আনোয়ার হোসেনের হাতের মুঠোয় এক চিলতে আলো এনে দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। কীর্তিনাশার পাড়ে অবস্থিত এই আশ্রয়ণের ঘরটি ঘিরে আনোয়ার হোসেনের মনে সঞ্চারিত হয়েছে এক নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা। বাসস্থানের মতো একটি মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়ায় শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিয়ে নতুন করে ভাববার পথ খুলে গেছে আনোয়ার হোসেনের। নিজের সন্তানদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করবার যে বাসনা তিনি পূরণ করতে পারেন নি, সেই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে তিনি নিজের নাতি-নাতনীদের পাশাপাশি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যান্য পরিবারের কাছে ছুটে গেছেন। প্রকল্প হতে অদূরেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন নিজের নাতি-নাতনীসহ অন্যান্য বাচ্চাদের, এখন তিনি স্বপ্ন দেখেন আলোকিত এক ভবিষ্যতের। যে ভবিষ্যতে তার উত্তরসূরিদেরকে ভাবতে হবে না মাথা গুঁজবার ঠাঁই নিয়ে, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চাবিকাঠি তারা নিজেরাই হবে। জীবনের প্রতি নতুন করে বেড়ে ওঠা নিজের এই ইতিবাচক ধারণা ছাপ ফেলেছে আনোয়ার হোসেনের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মননেও। আনোয়ার হোসেনের বড় ছেলে রুবেল মিয়া একজন রঙ মিস্ত্রী, আগে মহাজনের সাথে কাজ করে দিনপ্রতি মিলত ১৫০ টাকা, তার উপরে আবার কাজ আজ আছে, তো কাল নেই। আশ্রয়ণের ঘর পাবার পর হতে বিগত এক বছরে আনোয়ার হোসেনের হাতে জমানো কিছু টাকা আর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় পাওয়া বয়স্ক ভাতার অর্থ তিনি তার সন্তানকে দিয়েছেন। মহাজনের কাজ দিনে সেরে ফেলেন রুবেল। তারপর সেই ছোট্ট সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে রুবেল মিয়া নিজেই এখন ছোট ছোট কাজ হাতে নেন। রাত জেগে সেইসব কাজ করেন তিনি, তাতে বাড়তি কিছু পয়সা মেলে। আর নিজের কাজের সুনামের জন্য মেলে সামাজিক পরিমণ্ডলে সম্মান। যেখানে পেটের দায় মেটানোর আশায় দিন কাটতো তার, সেখানে এখন রুবেল মিয়া জীবনকে নতুন পরিসরে ভাবতে শুরু করেছেন। মৎস্য চাষে নিজের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রদত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন রুবেল মিয়া। স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছেন প্রশান্তিময় এক আগামীর। রুবেল মিয়ার এই স্বপ্ন পূরণে সমান সমান অংশীদারিত্ব নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন তার অর্ধাঙ্গিনী আমেনা খাতুন। রুবেল মিয়ার সহধর্মিণী আমেনা খাতুনের দিন শুরু হতো টানাপোড়েনের খাতা খুলে। হাঁড়িতে চাল নেই, উনুনের আগুন নেই। বাচ্চাদের উঠতি সময়টায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি তো দূরের কথা, তাদের মুখে নিয়মিত খাবারটাও দিতে পারছিলেন না ঠিকমত। এখন আমেনার দিন বদলেছে। আমেনা এখন স্বামীর বাড়তি আয়ে বাচ্চাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার কেনেন প্রায় নিয়মিত। পাশাপাশি বাড়ির উঠোনের কোণে লাগিয়েছেন পুঁইশাক, চালকুমড়ার গাছ। আমেনা খাতুন এখন নিজের সন্তানদের জন্য চান একটি সুন্দর ভবিষ্যত। তাই, এখন থেকেই বাচ্চাদের জন্য আরও উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তিনি সচেষ্ট। সন্ধ্যার পর তিনি বাচ্চাদের সাথেই পড়তে বসেন। আগে হারিকেনের আলো নিভে যেত তেল ফুরিয়ে গেলেই, বাচ্চারা চাইলেও বেশিক্ষণ পড়তে পারত না। কিন্তু এখন, আশ্রয়ণের ঘরে বিদ্যুতের আলোয় বাচ্চারা যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ পড়তে পারে। পাশাপাশি, আশেপাশের উপকারভোগীদের সাথে সমবায় সমিতি গঠন করে ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার স্বপ্ন দেখেন আমেনা। সেই লক্ষ্যে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আনোয়ার হোসেনের মতোন এমন আরও দেড় লক্ষাধিক পরিবারের ভবিষ্যৎ আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বল করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। টেকসই উন্নয়নের পথে পশ্চাৎপদ ছিন্নমূল, ভূমিহীন এই জনগোষ্ঠীর স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করতে সম্পদের সুষম বন্টন ওসামাজিক সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যা এ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে আরও আত্মপ্রত্যয়ী, স্বনির্ভর করে গড়ে তুলছে। আর্থ-সামাজিক মুক্তি পাওয়া এ মানুষগুলোর দৃঢ় মনোবল আর হার না মানা ধীশক্তি কাজে লাগিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবিস্মরণীয় এক পদক্ষেপ। এই যুগান্তকারী উদ্যোগ শুধু দৃশ্যমানজগতেই দাগ কাটেনি, বরং গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে প্রত্যেক উপকারভোগীর মনোজগতে। তাদের মননে গেঁথে থাকা পরিবর্তনের গল্প উন্নত বাংলাদেশ গঠনের শেকড়ে মিশে থাকবে, মিশে থাকবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়।

সবুজ বাংলা-সোনার বাংলা
একই বৃন্তে আমরা সবাই

জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম

মাননীয় উপমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন, 'এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবেনা' এর সফল বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন শরীয়তপুর গ্রহণ করেছে সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা। এরই অংশ হিসেবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে কৃষক সমাবেশ আয়োজন, আশ্রয়ণ প্রকল্পে আবাসনপ্রাপ্ত মানুষের স্বপ্নের নীড়ে সবুজের সমারোহ, রাস্তার দু'ধারে জাম্বো ঘাস রোপণসহ বৈষম্যহীন কৃষিবান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠায় জেলা প্রশাসনের সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ কৃষি অর্থনীতিকে আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"

জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন

মাননীয় সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর-১

"শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের পাশাপাশি নতুনতর ভ্রমণ উপযোগী আকর্ষণীয় বিনোদন কেন্দ্র তৈরি করে এ জেলাকে এক নান্দনিক পর্যটন নগরীতে রূপান্তরে জেলা প্রশাসন নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি এ সকল উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার সাফল্য কামনা করে জেলাপ্রশাসক মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

জনাব নাহিম রাজ্জাক

মাননীয় সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর-২

"ডিজিটাল বাংলাদেশের পর লক্ষ্য এখন স্মার্ট বাংলাদেশ। তারই ধারাবাহিকতায় শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য "Innovation & Future Leadership programme" এর মত অনেক ইতিবাচক বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা শরীয়তপুরের জনগণ জেলা প্রশাসনের এসব কাজকে সাধুবাদ জানাই।"

জনাব পারভীন হক সিকদার

মাননীয় সংসদ সদস্য
সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩৩৯

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'কৃষক বাঁচলেই দেশ বাঁচবে' স্লোগানের সফল বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের কৃষাণী সমাবেশ শরীয়তপুরে নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"

জনাব ছাবেদুর রহমান

চেয়ারম্যান, জেলাপরিষদ

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অদম্য সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর থেকে শরীয়তপুরের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করার লক্ষ্যে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা দেখিয়েছে, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।"

জনাব মোবারাক আলী সিকদার

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, জাজিরা

"শরীয়তপুরের জাজিরার কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষিপণ্য বিদেশে বিপণনের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রকৃত কৃষক, রপ্তানিযোগ্য পণ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং রপ্তানিকারকদের মিলিয়ে দেয়ার জেলা প্রশাসনের এই যুগান্তকারী উদ্যোগের সাথেই আছি, থাকবো।"

জনাব জিয়াউর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বে গ্রুপ

"কৃষি সেক্টরকে মাথায় রেখে শরীয়তপুরে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ সফল হলে শরীয়তপুর হবে অর্থনীতির এক নতুন শক্তি। সে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের পথ চলা শুভ হোক।"

জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, পালং তুলাসার গুরুদাস সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

"আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি রোল মডেল যা বিশ্বের বুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টেকসই আবাসস্থল ধারণার প্রতিফলন হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে কবুতর পালন, সবজি রোপণ করার মত জেলা প্রশাসনের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।"

জনাব সেলিম হাওলাদার

কৃষক, শরীয়তপুর সদর

"পদ্মা সেতুর পাশের নতুন চরে আমি নতুন করে ভুট্টা বুনছি। ভালো আবাদের জন্য জেলা প্রশাসনের দেয়া সার দিচ্ছি। পদ্মা সেতুর দিকে তাকিয়ে আমি চারা রোপণ করি।"

জনাব আলী হোসেন ছৈয়াল

কৃষক, জাজিরা

"পনের-বিশ বছর ধরে পানিডোবা ছিল আমার জমিন, প্রশাসন জমি থেকে পানি সরায়ে দিছে। এখন জমি চাষ দিছি। আমার পরিবারের সবাই এখন অনেক সুখী।"

উপদেষ্টাঃ জনাব মোঃ পারভেজ হাসান, জেলাপ্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

সম্পাদনা পরিষদঃ জনাব মুহাম্মাদ তালুত, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (সার্বিক); **জনাব মোঃ বাসিত সাত্তার,** সহকারী কমিশনার; **জনাব মুঃ আব্দুর রহিম,** সহকারী কমিশনার; **জনাব অভিজিৎ সূত্রধর,** সহকারী কমিশনার।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর। (ই-মেইলঃ dcshariatpur@mopa.gov.bd, ওয়েবসাইটঃ www.shariatpur.gov.bd)